

## পথ হারানোর পথ

– সেজান মাহমুদ

### ক : অর্ধেক ভর্তি অর্ধেক খালি (দ্বিতীয় পর্ব)

ক নিয়ে আলোচনা বা সমালোচনা পরিপূর্ণ হবে না যদি একটি বিষয়ের ওপর আলোকপাত না করি। তা হলো সাহিত্যে নৈতিকতা বা লিটারারি এথিক্স এবং ক সেই নৈতিকতার বিচারে বা মানদণ্ডে কতোখানি উত্তীর্ণ বা কতোখানি দণ্ডিত। কিন্তু এ বিষয়ে লেখার আগে পাঠকের কাছে আমার কয়েকটা জবাবদিহি দেয়ার প্রয়োজন আছে।

যায়যায়দিনে লেখার শুরু থেকেই অনেক পাঠকের লেখা চিঠি পেয়েছি। ক নিয়ে লেখার জন্য পেয়েছি সবচেয়ে বেশি। শতকরা নিরানন্দই ভাগই পাঠকের ভালোলাগার চিঠি। অনেকেই আবেগ আপ্ত হয়ে লিখেছেন নিরপেক্ষভাবে বিষয়টি বিশ্লেষণ করার জন্য। দুজন পাঠক লিখেছেন যে, আমার লেখায় তসলিমা নাসরিনকে ছাড় দিয়ে বা ফেভার করে লেখা হয়েছে। তা কি ব্যক্তিগত পরিচয় থাকার কারণে? তাদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই, যেটুকু পরিচয় তার সঙ্গে আছে সেটুকু পরিচয় অন্য যাদের কথা লিখেছি তাদের অনেকের সঙ্গেও আছে। তাছাড়া ব্যক্তিগত পরিচয় যে আমার বিশ্লেষণের ওপর প্রভাব ফেলতে পারবে না তা ভালো করে বোঝাতে গেলে আমার সম্পর্কে কিছু কথা বলা প্রয়োজন। তবে সেটা বলতে প্রবল কুণ্ঠাবোধ করছি। যদিও পথ হারানোর পথ শুরুই করেছিলাম আমার ভ্রমণ ভিত্তিক অভিজ্ঞতা নির্ভর আত্মকথনের ভঙ্গিতে। আত্মকথনে তো নিজের কথা আসবেই। তারপরও পাঠককে ভারাক্রান্ত করতে চাই না। শুধু এটুকু বলবো, আমি দীর্ঘ সময় ধরে প্রাতিষ্ঠানিক লেখাপড়া এবং অনুশীলন করে বৈজ্ঞানিক গবেষণার প্রক্রিয়া, পদ্ধতি রপ্ত করেছি।

যে কোনো বৈজ্ঞানিক গবেষণার প্রক্রিয়া-পদ্ধতির এক নাম্বার বৈশিষ্ট্য হলো, অবজেক্টিভিটি (Objectivity) বা নৈর্ব্যক্তিকভাবে কোনো কিছুর বিশ্লেষণ করা। সেখানে ব্যক্তি বিশেষের প্রতি পক্ষপাতিত্বের কোনো অবকাশ নেই। তাছাড়া কোনো লেখককে যখন তার শব্দ ব্যবহার বা পরিমিতি বোধ নিয়ে অভিযোগ করা হয় তার জন্য এর চেয়ে কঠোর সমালোচনা আর কি হতে পারে? আমি তো অন্য সবার মতো অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করতে পারবো না!

কিন্তু একটা গল্প বলে বিনয়ী না হওয়ার জন্য আত্মপক্ষ সমর্থন করবো। আমেরিকায় ছাত্র অবস্থায় প্রথম চাকরি পেলাম একটি ইউনিভার্সিটির মেডিকাল সেন্টারে। এখানে আমার কাজ ছিল হাসপাতালের জরুরি বিভাগ থেকে রোগীদের তথ্য বা ডেটা (Data) সংগ্রহ করা এবং তা SAS নামের একটি কমপিউটার সফটওয়্যার দিয়ে বিশ্লেষণ (Analysis) করা।

চাকরির প্রথম দিনে সুপারভাইজার জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি SAS সফটওয়্যারটা কতোটুকু জানো?

আমি বাংলাদেশের গ্রামের ছেলে, বিনয়ের একেবারে অবতার। মাথা নিচু করে বিনয়ের সঙ্গে বললাম, মোটামুটি।

পরদিন কাজে এসে দেখি আমাকে চাকরি থেকে ফায়ার করে দেয়া হয়েছে। হ্যাঁ, আমেরিকায় অনেক চাকরিতেই এভাবে যখন-তখন, বিনা নোটিশে, এমনকি অন দি স্পট ফায়ার করে দিতে পারে।

মাথায় আকাশ ভেঙে পড়লো। তখন মাসে মাত্র আটশ ডলার স্কারশিপ পাই। বাসা ভাড়া মাসে প্রায় পাচশ ডলার। ঘরে নতুন শিশু এসেছে, তার বয়স মাত্র কয়েক মাস। তার ডায়াপার কিনতেই বাকি টাকা শেষ হবে। তাহলে চলবো কি করে? এমন কোনো আত্মীয়ও নেই যিনি এক হাজার ডলার দিয়ে সাহায্য করবেন। যে অসাধারণ শুভানুধ্যায়ীরা আমাকে সাহায্য করতেন তারা সবাই বাংলাদেশে। মরিয়া হয়ে

ডিপার্টমেন্টের চেয়ারপারসনের কাছে ছুটে গেলাম। তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, অন্ততপক্ষে জানতে দাও কেন আমার চাকরি গেল!

চেয়ারম্যান ভদ্রলোক মনোবিজ্ঞানী এবং মনোরোগ বিশেষজ্ঞ। তিনি বললেন, এ কাজের জন্য খুব ভালো SAS জানতে হবে। তুমি বলেছো, তুমি নাকি মোটামুটি জানো। তাই তোমাকে ফায়ার করে দেয়া হয়েছে।

আমার তখন বিনয়ের খেসারত দেয়ার জন্য মেজাজ তিরিক্ষি। বললাম, আপনার ডিপার্টমেন্টে যে বায়োপ্স্যাটিসটিশিয়ান আছে, যাকে বছরে সত্তর হাজার ডলার বেতন দেন, সে কতোটুকু জানে এই সফটওয়্যার?

তিনি উত্তরে বললেন, ভেরি গুড। সে এই অ্যানালিসিস করতে পারে।

চেয়ারপারসনের বক্তব্য থেকে ততোক্ষণে বুঝে গেছি বায়োপ্স্যাটিসশিয়ানের স্কিল লেভেল। এবার বললাম, আপনার বায়োপ্স্যাটিসশিয়ান যা যা জানে আমি সেগুলো তো পারবোই, তাকে আরো নতুন এই অ্যানালিসিস শেখাতে পারবো। আই হ্যাভ দ্যাট লেভেল অফ স্কিল।

আমি চাকরি ফেরত পেলাম। সেই সঙ্গে পেলাম মনোবিজ্ঞানী চেয়ারম্যান ভদ্রলোকের উপদেশ। তিনি বললেন, নিজের সম্পর্কে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে জোর দিয়ে কথা বলতে খুব কম মানুষই পারে। যে লোকটি বড় গলায় বলতে পারে, আমি কোনোদিন ঘুস খাইনি বা দিইনি অথবা আমার বাবা কোনোদিন ঘুস খাননি, তিনি বিনয়ী না হোক অন্তত সৎ সাহসী একজন মানুষ। এই সৎ সাহসের বড় প্রয়োজন।

ফিরে আসছি ক প্রসঙ্গে। পৃথিবীর ইতিহাসে সাহিত্যে নৈতিকতা বা লিটারারি এথিক্স (Literary ethics) নিয়ে বিতর্ক নতুন নয়। সৃজনশীল লেখায় এই নৈতিকতার বিচার এতোটাই জটিল যে, ভালো বা মন্দের বিচার করতে গিয়ে পৃথিবী বিখ্যাত পণ্ডিতেরা পর্যন্ত হিমশিম খেয়েছেন। তারপরও এই বিচার করার একটি ধারাবাহিক এবং পদ্ধতিগত প্রক্রিয়া চালু আছে যা থেকে ঠিক বা বেঠিক নির্ধারণ করতে সুবিধা হয়। আমি জানি, অনেক পাঠকই আছেন যারা দর্শন, যুক্তিবিদ্যা এবং নৈতিকতা বিশ্লেষণে পণ্ডিত ব্যক্তি। আমি সব রকমের পাঠকের কথা বিবেচনা করে এই শাস্ত্রটির একটি সংক্ষিপ্ত ভূমিকা দিয়ে নেবো। এথিক্স হলো জ্ঞান-বিজ্ঞানের সেই শাখা যা আমাদের বিচার করতে শেখায় কোনটি ঠিক বা বেঠিক, কোনটি উচিত বা অনুচিত, কোনটি নৈতিক বা অনৈতিক। জ্ঞানের এই শাখাটির উৎপত্তি অনেক আগে। কিন্তু গৃহ দার্শনিক সক্রেটিস, প্লেটো এবং এরিস্টটল বোধ করি একে সমৃদ্ধির শিখরে নিয়ে গেছেন। তারপর আরো অনেকে যেমন কান্ট, রুশো, ভলটেয়ার, রাসেল, জন স্টুয়ার্ড মিল, সার্ত, জন রউলস-সহ বহু দার্শনিক ও চিন্তাবিদ এই শাখাটিকে আরো সমৃদ্ধ এবং আধুনিক করে গেছে। এখন পর্যন্ত যেসব থিওরি বা তত্ত্বের ওপর ভিত্তি করে ভালো বা মন্দ বিচার করা হয় তার সর্বাধিক ব্যবহৃত তত্ত্বগুলো হলো :

এক. লিবার্টারিয়ানিজম (Libertarianism)

দুই. লিবারাল ইগ্যালিটেরিয়ানিজম (Liberal-egalitarianism)

তিন. কমিউনিটেরিয়ানিজম (Communitarianism)

চার. থিওরি অফ ডিভাইন কমান্ড (Theory of Divine Command)

পাচ. ইউটিলিটেরিয়ানিজম (Utilitarianism)

ছয়. রিলেটিভিজম (Relativism)

সাত. ফেমিনিজম (Feminism)

এই তত্ত্বগুলো ব্যবহার করে সমাজ, রাজনীতি, বিজ্ঞান এবং শিল্পসহ বিবিধ শাখায় ঠিক বা বেঠিক, উচিত বা অনুচিত, নৈতিক বা অনৈতিক নির্ধারণ করা হয়। যেমন যিনি আইনজীবী তার আইনের প্র্যাকটিসে এথিক্স বা নৈতিক বিধিমালা মেনে চলবেন। যিনি চিকিৎসক তিনি চিকিৎসা শাস্ত্রের নৈতিক বিধিমালা মেনে চলবেন। তেমনি লেখকের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম নয়। তাছাড়া আমরা সাধারণ মানুষেরাও প্রতিদিন অসংখ্য কাজের ভালো-মন্দ বিচার করছি। এই বিচারের পেছনেও জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে এই তত্ত্বগুলো ব্যবহার করছি আমরা।

এখানে এই তত্ত্বগুলোর খুব সর্ক্ষিণ্ড পরিচয় এবং প্রয়োগ তুলে ধরবো। লিবার্টারিয়ানিজম বা লিবারাল-ইগ্যালিটেরিয়ানিজমের বিশ্বাসীরা মনে করেন যে, ব্যক্তির স্বাধীনতা, ব্যক্তির নিজের প্রতি অধিকার, ব্যক্তির মালিকানা সর্বাধিক গুরুত্ব পাবে নৈতিকতার বিচারে। এই ধারার সমস্যা হলো এই ব্যক্তি অধিকারের সীমানা নির্ধারণ করা। যেমন আমার শরীরের মালিক আমি। আমার শরীর কাউকে দান করবো বা কোনো অঙ্গকে বিক্রি করার অধিকার আমার। তাহলে কেউ যদি বলেন, আমি আমার শরীরকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিতে চাই অর্থাৎ আত্মহত্যা করবো তা কি গ্রহণযোগ্য? না, আত্মহত্যা গ্রহণযোগ্য নয়। অথবা আমার স্বাধীনতা বিকট শব্দে মাইক বাজিয়ে গান শোনাবো বা রাস্তায় উলঙ্গ হয়ে ঘুরে বেড়াবো তা কি গ্রহণযোগ্য? না, তা গ্রহণযোগ্য নয়। কিন্তু একজন লেখক যখন কিছু লিখছেন তখন তার স্বাধীনতা তা লেখার। পাঠক পছন্দ না করলে তা ছুড়ে ফেলে দেয়ার স্বাধীনতা পাঠকের। কিন্তু অপছন্দ হলেই তাকে মৃত্যুদণ্ড দিতে হবে বা শারীরিকভাবে লাঞ্চিত করতে হয় এ অধিকার কারো নেই।

ইউটিলিটেরিয়ানিজমে বিশ্বাসীরা মনে করেন যা কিছু সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকের উপকারে আসবে তাকেই ভালো বলা যায়। অন্যদিকে কমিউনিটেরিয়ানিজম মনে করেন যে, ভালো মন্দ বাইরে থেকে চাপিয়ে দেয়ার কিছু নয়। একটি কমিউনিটি বা জনগোষ্ঠি নির্ধারণ করবে কোনটি ভালো বা কোনটি মন্দ। এই দুধারার একটি বড় সমস্যা হলো, সংখ্যাগরিষ্ঠ লোক বা একটি জনগোষ্ঠি চাইলেই কোনো কিছু ভালো নাও হতে পারে। এখানে সাধারণের বিচার আর এক্সপার্ট বা পণ্ডিতদের মতামতের পার্থক্য থাকতে পারে। একটা উদাহরণ দিচ্ছি বিষয়টিকে পরিষ্কার করার জন্য।

ইনডিয়াতে গঙ্গার পানি পান করা একটি ধর্মীয় বিষয়। সংখ্যাগরিষ্ঠ লোক বা একটি জনগোষ্ঠি গভীরভাবে বিশ্বাস করে যে, এই পানি পান করা ধর্মীয় কারণে গুরুত্বপূর্ণ। এখন কেউ এটার বিরুদ্ধে কথা বললে তা সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ধর্মানুভূতিতে আঘাত করবে। অথচ একজন চিকিৎসা বিজ্ঞানী জানেন যে, গঙ্গার পানি পান করা অত্যন্ত ক্ষতিকর। প্রতি বছর হাজার হাজার শিশু, নারী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা মারা যাচ্ছে শুধু গঙ্গার পানি পান করে পানিবাহিত রোগ জীবাণু দিয়ে অসুস্থ হয়ে। একজন চিকিৎসা বিজ্ঞানীর নৈতিক দায়িত্ব এই বিষয়টি সবাইকে জানানো। অন্যদিকে এটা বললে সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকের বা একটি জনগোষ্ঠির ধর্মানুভূতিতে আঘাত লাগবে। তাহলে কি চিকিৎসা বিজ্ঞানী এটা বলবেন না? এখানে বলাটা নৈতিক, না অনৈতিক?

নৈতিকতার এই তত্ত্বগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত এবং জটিল হলো থিওরি অফ ডিভাইন কমান্ড (Theory of Divine Command)। এই তত্ত্ব অনুসারে যা কিছু ঈশ্বর প্রদত্ত তা-ই ঠিক বা যা কিছু ঈশ্বর ভালো বলেছে তাই-ই ভালো, যা কিছু ঈশ্বর করতে মানা করেছেন তা-ই অনৈতিক।

এই তত্ত্ব অনুসারে বিচারের সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো, পৃথিবীতে জানা মতে ২৬টি প্রধান ধর্ম আছে। এই ২৬টি ধর্মের আছে শ শ শাখা-প্রশাখা। একেক ধর্মে একেক কাজ নৈতিক বা অনৈতিক। সুতরাং যা এক ধর্মের মানুষের কাছে ভালো তা অন্য ধর্মের মানুষের কাছে ভালো নাও হতে পারে। এই তত্ত্বটি নিয়ে

দার্শনিক প্লেটো এবং সক্রেটিস-এর কথোপকথনের একটি সংলাপ পৃথিবীর ইতিহাসে যুগান্তকারী অধ্যায়ের সূচনা করেছিল। সক্রেটিস প্রশ্ন করেছিলেন -

**Are certain actions good because God commands them, or does God command them because they are good?**

অর্থাৎ কিছু কিছু কাজ ভালো। কারণ ঈশ্বর তা করতে বলেছে, নাকি কাজগুলো ভালো এই জন্যে ঈশ্বর তা করতে বলেছে?

আপাতদৃষ্টিতে নিরীহ, সাধারণ এই বাক্যটি মানুষের চিন্তার জগতে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিল। বাক্যটির প্রথম অংশ যদি সত্যি ধরে নিই অর্থাৎ কিছু কিছু কাজ ভালো কারণ, ঈশ্বর তা করতে বলেছে তাহলে ভালো-মন্দ নিয়ে বিতর্কের আর প্রয়োজন নেই। কারণ ভালো-মন্দ নির্ধারিত হয়ে আছে। সেক্ষেত্রে গঙ্গার পানি পান নিয়ে বিতর্কেরও প্রয়োজন নেই। কেননা তা যদি ভগবানের নির্দেশ হয়ে থাকে তবে তা ভালো। অর্থাৎ পৃথিবীর জ্ঞান-বিজ্ঞান এখানেই স্থবির। অন্যদিকে যদি বাক্যটির দ্বিতীয় অংশ সত্যি ধরে নিই অর্থাৎ কাজগুলো ভালো এই জন্যে যে ঈশ্বর তা করতে বলেছে তাহলে ঈশ্বরের অস্তিত্ব নিয়ে প্রশ্ন দেখা দেয়। কেননা ঈশ্বরের ইচ্ছার বাইরেও কোনো কিছু ভালো হতে পারে।

তাছাড়া কোনো কিছু বলাতে কারো ধর্ম অনুভূতিতে আঘাত লাগিয়েছে আমরা প্রায়ই শুনে থাকি। একজন ব্যক্তি যিনি কোনো ধর্মে বিশ্বাসী নন তিনি তো বলতে পারেন আমার নাস্তিক অনুভূতিতে আঘাত লাগিয়েছে। এই অনুভূতি তো প্রতিটি মানুষের জন্যই প্রযোজ্য, প্রতিটি মানুষেরই অধিকার!

নৈতিকতা বিচারে এই তত্ত্বগুলোর সামান্য আলোকপাত করার উদ্দেশ্য হলো, পাঠকই যেন বিচার করতে সক্ষম হন কিংবা আমার মতামতের ধারাটি বুঝতে পারেন। আবারও বলে নিচ্ছি, এই অতি সংক্ষিপ্ত আলোকপাত যুক্তিবিদ্যা বা দর্শন শাস্ত্রের পণ্ডিত ব্যক্তিদের জন্য নয়।

সৃজনশীল সাহিত্যে বা শিল্পে এই নৈতিকতার ব্যাপ্তি প্রায় সীমাহীন। একজন কবি যখন কবিতা লেখেন বা একজন ঔপন্যাসিক যখন উপন্যাস রচনা করেন কিংবা শিল্পী তুলি আচড়ে একটি ছবি আকেন তখন তাকে কোনো নৈতিকতার বিধিমালায় বেধে দেয়ার প্রয়োজন নেই। বরং কল্পনার অব্যবহিত দ্বার উন্মোচন করে তিনি নির্মাণ করবেন এবং স্পর্শহীন জগৎ যা আমাদের জীবনকে, জীবনের কোনো অভিজ্ঞতাকে অথবা অনুভবকে উপলব্ধি করতে সাহায্য করবে। এখানে তিনি বাস্তবতা অথবা বাস্তবতার বাইরে রূপকি ব্যঞ্জনায়ে তা প্রকাশ করতে পারেন। এই শিল্পের ভালো বা মন্দ বিচার হবে আঙ্গিক, বিষয় নান্দনিকতা ইত্যাদির ভিত্তিতে। এখানে গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় মনে রাখা প্রয়োজন যে, কবি, ঔপন্যাসিক বা শিল্পীর কাজ সমাজ সংস্কার নয়। জীবনের মানে জীবনের বহুমুখিতাকে স্পর্শ করা বা ইঙ্গিত করা তার কাজ। তারপরও কোনো শিল্পী সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে কোনো কিছু করতে পারেন, এটা একেবারেই স্বআরোপিত নৈতিকতা।

অন্যদিকে কেউ যখন আত্মজীবনী লেখেন তার বিচার একেবারেই আলাদা। কারণ তা শুধু লেখকেরই কথা নয়, তার সঙ্গে জড়িত থাকেন আরো জীবিত বা মৃত ব্যক্তির। আমরা পৃথিবী বিখ্যাত অনেক মানুষের আত্মজীবনী পেয়েছি যেখানে তারা নিজেদের কথা অকপটে বলেছেন, বলেছেন তাদের দুর্বলতা ও ত্রুটির কথাও। যেমন ভারতীয় উপমহাদেশের আদর্শের প্রতীক মহাত্মা গান্ধী। কিংবা অতি সম্প্রতি প্রকাশিত নোবেল বিজয়ী কলাম্বিয়ান লেখক গাব্রিয়েল গার্সিয়া মারকুয়েজ (Gabriel Garcia Marquez) যিনি খোলামেলা ভাষায় বর্ণনা করেছেন তার যৌন জীবন। এখানে লক্ষণীয় হলো, এরা সবাই আত্মজীবনী লিখেছেন পরিণত বয়সে। যখন তাদের বর্ণনার সঙ্গে জড়িত বেশির ভাগ ব্যক্তিরই আরো ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা নেই।

ক প্রসঙ্গে নৈতিকতার বিষয়টি দ্বিমাত্রিক। যদি ধরে নিই, তসলিমা একজন চূড়ান্ত লিবারাল কিংবা উদার নৈতিক তাহলে তিনি কার সঙ্গে, কোন বিখ্যাত বা অখ্যাত ব্যক্তির সঙ্গে শয়্যায় গিয়েছেন তা ফলাও করে প্রচার করার বাণিজ্যিক ছাড়া অন্য কোনো সাহিত্যিক অথবা সামাজিক মূল্য নেই। যদি এটা তিনি করে থাকেন আমাদের প্রচলিত বিশ্বাস বা মূল্যবোধকে ভাঙার জন্য যে যৌন চাহিদা ভাত-রুটির মতোই শারীরিক, প্রাকৃতিক প্রয়োজন এবং সেক্ষেত্রে একজন মানুষ হিসেবে সেটা যতোটুকু সম্ভব সম্ভ্য মানুষের মতো মেটানো যায় তা কেউ মেটাতে পারেন তাহলে ভিন্ন কথা। এবং এক্ষেত্রে যারা তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন তারা সবাই পরিণত, বুদ্ধিমান মানুষ। তাদের নিজেদের কৃতকর্মের পরিণতির জন্য তারাও দায়ী। কিন্তু তসলিমার ক পড়লেই বোঝা যায়, তিনিও লিবারাল বা উদার নৈতিক নন এবং তার স্ববিরোধিতা আছে। যেমন সমকামিতা বা স্বমেহন সম্পর্কে তার নেতিবাচক ইঙ্গিত কিংবা জাজমেন্টাল মনোভাব খুবই স্পষ্ট।

ক নৈতিকতার বিচারে একটি বড় জায়গায় দণ্ডিত তা অবশ্যই আমার মতে। ক-তে তসলিমা অনেক বন্ধু বা বান্ধবীর কথা বলেছেন যারা সাধারণ মানুষ, যারা এখনো জীবিত, যারা হয়তো বা সংসার করছেন তারা কেউই তসলিমার মতো ভাগ্যবান, ভাগ্যবতী নন যে, রাজনৈতিক আশ্রয়ে পৃথিবীর উদারতম স্বাধীনতা ভোগ করছেন। যারা এখনো সামাজিক বা পারিবারিক নিগড়ে বন্দী তারা এক সময় পরম বিশ্বাসে নিজের একান্ত ব্যক্তিগত কথা বলেছেন, যৌনতার কথা বলেছেন তাকে। সেগুলো প্রচার করা এবং তাদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করা কোন নৈতিকতায় গ্রহণযোগ্য? নৈতিকতা বিচারের কোনো তত্ত্ব দিয়েই পারিনি এ কাজকে যথার্থ বলতে। একজন চিকিৎসক যখন চিকিৎসা করেন তখন তার কাছে অনেক নামি-দামি লোকও নানান অসুখ নিয়ে আসেন, যৌন রোগও নিয়ে আসেন, যৌনতার কথা অকপটে বলেন কেস হিস্ট্রি হিসেবে। একজন চিকিৎসক কি পারেন তা জনসমক্ষে প্রচার করতে? না, তা চূড়ান্ত অনৈতিক। তেমনি যে বান্ধবী শিপ্রা তার একান্ত গোপন বিষয়ে তসলিমার কাছে মানসিক সাহায্য নিয়েছেন তা প্রচার করা শুধু অনৈতিকই নয়, রীতিমতো অপরাধও বটে।

সবশেষে বলবো, নৈতিকতা একটি গুণ। সব সময় এটি তত্ত্ব পড়েও শেখা যায় না বা তত্ত্ব দিয়েও বিচার করা যায় না। এটি স্বআরোপিতও বটে। একজন লেখক যদি তা অর্জনে ব্যর্থ হন তাহলে তার লেখক সত্ত্বা নিয়ে প্রশ্ন জাগবে। এই স্বআরোপিত নৈতিকতা আরো জরুরি বাংলাদেশের মতো গরিব, স্বল্প শিক্ষার দেশে যেখানে গরিব ও শিক্ষার অভাবের জন্য মানুষগুলো সব সময় দায়ী নন।

[sezan\\_mahmud@sbcglobal.net](mailto:sezan_mahmud@sbcglobal.net)  
[saleh\\_rahman\\_97@post.harvard.edu](mailto:saleh_rahman_97@post.harvard.edu)

ওহাইও থেকে